উত্তরাধিকারের গুডউইল!

ডাবলু

পবন

আহসান কবির

ধারাবাহিকতা : ধর্মমতে মানব সৃষ্টির একেবারে শুরুতে উত্তরধিকারের ব্যাপারটা এক রকম 'ক্যাচালে' পরিণত হয়েছিল। আদি মানব আদম আর ইভের দুই পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল যা শেষমেশ খুনোখুনিতে রূপ নেয়। এরপরে হাজার বছর ধরে সবচেয়ে উন্নতি ঘটেছে উত্তারাধিকার সেক্টরে। অনেক অনেক দিন রাজার ছেলে রাজা হয়েছে। এরপর সময় বদলেছে। রাজতন্ত্রে আধুনিকায়ন হয়ে 'গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' নামে বিকশিত হয়েছে। সেখানেও রাজার বউ রানী কিংবা রাজা রানীর ছেলে মেয়েরা তাদের উত্তরাধিকারের পাওনাটা ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছে।

উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতার ছোঁয়া লেগেছিল মন্ত্রীপুত্র, কোটাল পুত্রদের মধ্যেও। গত আমলে কোটাল পুত্র তথা চিফ হুইপের পুত্র সাদেক আর আশিকরা (অবশ্যই আব্দুল্লাহ শব্দটি নামের শেষে যুক্ত করতে হবে) বাড়ি দখল, ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলি, চাঁদাবাজি এসব অব্যাহত রেখেছিল। মন্ত্রী মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরী উত্তরার মার্কেট দখল আর তাজউদ্দীন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল। ক্ষমতার হাত বদলের পরেও বর্তমান চিফ হুইপ পুত্র পবন আর ডাবলুরা সেই একই কাজ অব্যাহত রেখেছেন। 'বাড়ি' ছেড়ে এবার তারা মার্কেটের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। ভবিষ্যতের চিফ হুইপ পুত্ররা হয়তো বা শহরের অংশবিশেষও দখল করে ফেলতে পারেন। আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি।

সমাজ বিশেষজ্ঞ : সমাজ বিশেষজ্ঞরা সমাজের বিভিন্ন ক্রান্তিকালে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে থাকেন। তাদের সর্বশেষ মতামত ভেবে দেখার মতো। রাজা বা রানীর ছেলেরা উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতার আওতায় এনে সিস্টেম করে দেশের ক্ষমতার দিকেই হাত বাড়ায়। মন্ত্রী আর কোটাল পুত্ররা সেই তুলনায় অনেক ভালো। তারা শুধুমাত্র বাড়ি, গোলাগুলি, সামান্য খুন বড়জোর মার্কেটের দিকে হাত বাড়ায়। সুতরাং মন্ত্রী ও কোটাল পুত্রদের সামান্য বাড়াবাড়ি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা উচিত!

সমাজ কল্যাণ : পবন ও ডাবলুদের একজন ঢাকার হাতিরপুলে অবস্থিত মোতালেব প্লাজা মার্কেটের সমাজ কল্যাণের দায়িত্বে আছেন। তারা মার্কেটের কল্যাণের জন্য ব্যবসায়ীদের ওপর প্রভাব বিস্তার, চাঁদাবাজি এসব করছেন। মার্কেট দখলের পর সেই মার্কেটের ছিটেফোঁটা কাজে ঐ সব ব্যবসায়ী কিংবা দোকান মালিকরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবেন। সাধারণ ব্যবসায়ীদের বোঝা উচিত, কোটাল পুত্রদের জন্য পুরো মার্কেট আর তাদের জন্য শুধুই মার্কেটের ছিটেফোঁটা। খুব অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতে পারাটাই আজকাল বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

আবারও উত্তরাধিকার : ইন্দিরা গান্ধীর দুই ছেলে ছিলেন। সঞ্জয় ও রাজীব। সঞ্জয়কে দেশ চালনার কাজে প্রস্তুত করে গড়ে তুলছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আর রাজীবকে পাঠিয়েছিলেন বিমান চালাতে। এই ঘটনাকে পুঁজি করে ইন্ডিয়ার ইন্দিরা তথা কংগ্রেসের বিরোধীরা বলতেন, একদিন সঞ্জয় দেশ চালানোর কাজ ফেলে বিমান চালাতে গেলেন। ফলাফল বিমান ধ্বংস ও সঞ্জয়ের মৃত্যু। এরপর বিমান চালনার কাজ দেখে রাজীব গান্ধী এসেছিলেন দেশে চালাতে। ফলাফল একই। দেশ ধ্বংস!

উত্তরাধিকারের শেষ পরিণতি কী এমন? হাইতির সাবেক স্বৈরশাসক দ্যুভেলিয়র ও তার ছেলে পাপা দ্যুভেলিয়রের পরিণতি কী হয়েছিল? ভুটো তনয় বেনজির ভুট্টো পাকিস্তান ছেড়ে বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধী নিহত হয়েছিলেন।

এসব নিছক উদাহরণ। তবে সমাজ বিশেষজ্ঞদের আরেকটা কথা মনে করিয়ে দেয়া যায়। মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যেও উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা জেঁকে বসেছে।

রাজার ছেলেকে মানুষ রাজা ভাবতেই নাকি ভালোবাসে। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের পরস্পর বিরোধী তিন গ্রুপের দ্বন্দ্ব সামাল দিতে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আনা হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। এ ব্যাপারে নাকি মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন ড. কামাল হোসেন। খালেদা জিয়া কিংবা তারেক রহমানও তেমন। এবার মন্ত্রী বা কোটাল পুত্রদের বেলায় আসুন। টঙ্গীর জনপ্রিয় নেতা ও এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টার নিহত হলে ঐ এলাকা থেকে তার ছেলেকেই মনোনয়ন দেয়া হয়। তিনি এমপি নির্বাচিতও হন। বিএনপির এক সময়ের মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের উত্তরাধিকারদের কেউ এলাকার চেয়ারম্যান, কেউ এমপি বা মন্ত্রী হয়েছেন। আসলে 'উত্তরাধিকার' এখন রাজনীতিতে 'ট্রেড মার্ক' হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশো বছর ধরে নাকি ব্যবসা করে আসছে সিঙ্গার। এমনি আছে ফিলিপস। দীর্ঘদিন ধরে এই সব কোম্পানি যা অর্জন করেছে তার নাম গুড নেম বা গুডউইল। এর দাম নাকি অনেক। উত্তারাধিকারের ব্যাপারটাও নাকি রাজনীতিতে এমন। সে ক্ষেত্রে বড়জোর বলা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুডউইলটা গত আমলে নষ্ট করেছিল আব্দুল্লাহ ব্রাদার্সরা। এবার করছে পবন এন্ড ডাবলু ব্রাদার্স!

গুডউইল ভাঙ্গিয়ে : উত্তরাধিকার সবাই যে পবন কিংবা ডাবলুর মতো তেমন কিন্তু নয়। কেউ কেউ আরো নীরব ঘাতক। অথচ তাদের বদনাম হয় না। হয়তো বা কোনো রাজকুমার পুলিশ বা র‍্যাবের পোশাক বাণিজ্য কিভাবে করলেন সেটা শুনলে রীতিমতো শিউরে উঠবেন। হয়তো বা রানীর ভাই বিমান মন্ত্রণালয়কে কিভাবে ঝাঁঝরা করে ফেলছেন মানুষ টের পাচ্ছে না। হয়তো বা রাণীর বোনের কোন পোষ্য ইপিজেডের কোনো এক কোম্পানির জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোটি কোটি টাকার ঋণ পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। গুডউইল বিক্রি করে এভাবেই কামিয়ে নিচ্ছেন তারা। দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। পুরোনো দিনের রাজতন্ত্রও নেই যে বিপ্লব করে সেটা পরিবর্তন করা যাবে। গণতান্ত্রিক রাজপদ্ধায় আপনি প্রতি পাঁচ বছর পরপর ভেঙে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন পরবর্তী পাঁচ বছর আপনি কার দ্বারা নির্যাতিত হবেন। কার কার মার্কেট দখল মেনে নিয়ে আপনাকে ছিটেফোঁটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এমনই যদি নিয়তি হয়ে থাকে তাহলে কী আর করা? সত্যি ঘটনা কিংবা গল্প শুনে সময় কাটানো যাক।

এক. মি. জাহাঙ্গীর পুলিশে চাকরি করতেন। দেশে তখন এরশাদ ক্ষমতায়। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করেছেন। গাড়িতে তখন টিনটেড গ্লাস ব্যবহার নিষিদ্ধ। পুলিশের মোটর সাইকেল চালিয়ে মধ্যরাতে একটি দ্রুতগামী টিনটেড গ্লাসের গাড়িকে চেজ করে মি. জাহাঙ্গীর আটকাবেন সোনারগাঁওর সামনে। গাড়ির টিনটেড গ্লাস খুলে গেল। দেখা গেল সামনে বসে আছেন সে সময়কার ডিজিএফআই প্রধান। পেছনে স্বয়ং এরশাদ ও একজন খবর পাঠিকা।

এরপর এরশাদ বিদিশার সঙ্গে বহু কান্ড ঘটিয়েছেন। একদিন রিকশায় যেতে যেতে এসব বলছিলেন মি. জাহাঙ্গীর। রিকশা ভাড়া মিটানোর পর রিকশাওয়ালা চমকে দিয়ে বলেছিল, 'স্যার আমার বাড়ি রংপুর, লাঙ্গলে ভোট দিয়েছি, আগামীতেও দেব। রাজ-রাজরারা এমন অনেক কিছু করতে পারে। প্রজাদের সে সব মনে রাখতে নেই!

দুই. পরপারে গিয়েছে অনেক লোক। স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি তাদের পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত পরিচয়পত্র চেক করে দেখা হচ্ছে। দেখা গেল রাজা রানী, মন্ত্রী বা এমপি পুত্রদের সেখানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। কারণ কী?

কারণটি খুব ছোট। স্বর্গ বা নরক যাদের দখলে, সেখানে পৃথিবী থেকে যাওয়া কোনো দখলকারীর আগমন ঘটুক, স্বর্গ বা নরকের উত্তরাধিকাররা সেটা যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে চান!